রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ১, ২০১৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৭ আষাঢ়, ১৪২১ মোতাবেক ০১ জুলাই, ২০১৪

নিম্নলিখিত বিলটি ১৭ আষাঢ়, ১৪২১ মোতাবেক ০১ জুলাই, ২০১৪ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে:—

বা. জা. স. বিল নং ১৩/২০১৪

বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **১৯৮৯ সনের ২১ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "খুশী" শব্দটির পরিবর্তে "খুমী" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৩। **১৯৮৯ সনের ২১ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ছ) এ উল্লিখিত "খুশী" শব্দটির পরিবর্তে "খুমী" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **১৯৮৯ সনের ২১ নং আইনের ধারা ১৬ক এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ক এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২) একজন চেয়ারম্যান ও নিম্নবর্ণিত দশজন সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিবে, যথা :—

(ক) মারমা উপজাতি হইতে মনোনীত দুইজন সদস্য;

(খ) তনচৈংগা ও চাকমা উপজাতি হইতে মনোনীত একজন সদস্য;

(গ) ম্রো (মুরং) উপজাতি হইতে মনোনীত একজন সদস্য;

(ঘ) ত্রিপুরা উপজাতি হইতে মনোনীত একজন সদস্য;

(ঙ) চাক, খিয়াং, ও খুমী উপজাতি হইতে মনোনীত একজন সদস্য;

(চ) বোম, লুসাই ও পাংখু উপজাতি হইতে মনোনীত একজন সদস্য; এবং

(ছ) অ-উপজাতীয় হইতে মনোনীত তিনজন সদস্য।"

উদ্দেশ্য ও কারণ-সম্বলিত বিবৃতি

বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ ১৯৮৯ সালে মহান জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গঠিত হয়। এ আইনে চেয়ারম্যান, উনিশজন উপজাতীয় সদস্য, এগারজন অ-উপজাতীয় সদস্য এবং তিনজন মহিলা সদস্য জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

০২। পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন হবার পর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ১৯৮৯ সালে একবার মাত্র পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে গত ২৪-০৫-২০০৯ তারিখে বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ বিলুপ্ত করে বান্দরবন জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯-এর ১৬ক ধারা অনুযায়ী একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করা হয়।

০৩। বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদে ছোট-বড় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ও অ-উপজাতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কথা থাকলেও বিধি মোতাবেক অনির্বাচিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের গঠন চেয়ারম্যানসহ মাত্র ০৫ (পাঁচ) জনে সীমাবদ্ধ হওয়ায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের কোন প্রতিনিধিত্ব দীর্ঘদিন যাবত বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদে নেই। এতে প্রতিনিধিত্ব বঞ্চিত নৃ-গোষ্ঠী সমূহের অধিকার খর্ব হচ্ছে এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণে তাঁদের কোন ভূমিকা থাকছে না।

০৪। অপরদিকে বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদে ইতোমধ্যে ২১টি বিভাগ হস্তান্তরিত হওয়ায় এ জেলা পরিষদে মাত্র ০৫ জন সদস্য দ্বারা এতগুলো বিভাগের কাজ সুচারুরূপে দেখভাল করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে বান্দরবন জেলা পরিষদের কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে উক্ত পার্বত্য জেলা পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

০৫। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন চেয়ারম্যান ও অপর দশজন সদস্যের সমন্বয়ে 'অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ' গঠনের জন্য বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯-এর ধারা ১৬ক এর উপ-ধারা (২) রহিতপূর্বক সংশোধনসহ তা পুনঃপ্রণয়নের নিমিত্ত "বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ২০১৪ (সংশোধনী)" শীর্ষক বিলটি মহান সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

০৬। উপরিউল্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বিলটি আইনে পরিণত করা আবশ্যক বিধায় উহা বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য মহান সংসদে উপস্থাপন করা হলো।

বীর বাহাদুর উশৈসিং
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd